সমকাল

তারিখ 03. MAR 2016
পৃ: ... ৮ ... কলাম ...

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বেতন
তাদের বেলায় বিলম্ব কেন?

অষ্টম জাতীয় বেতন কাঠামো কার্যকর হওয়ার পর প্রথম যাদের তরফ থেকে বঞ্চিতের ব্যথা ও ক্ষোভ বেশি প্রকাশ পায় এবং দেশব্যাপী আলোচনায় আসে তারা হলেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। টাকার অঙ্কে বেতনের প্রশ্নে যতটা নয়, তার চেয়ে বেশি তারা মর্যাদার প্রশ্নে আহত হন। আগের কাঠামোয় সরকারি প্রশাসনের সচিবদের সমমর্যাদা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের গ্রেড এক ধাপ নামিয়ে দেওয়া হয়। শিক্ষকদের অমর্যাদাকর আন্দোলন-দেনদরবারে যেতে বাধ্য করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শিক্ষক প্রতিনিধি দলের বৈঠকের পর বিষয়টি এখন সুরাহার পথে রয়েছে। পাশাপাশি নতুন স্কেলে বেতন কার্যকর করায় অতিরিক্ত বিলম্বের জন্য এখন বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের একটি বড় অংশের মধ্যে বেদনা ও ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছে। গত বছরের ১৫ ডিসেম্বর নতুন বেতন কাঠামোর গেজেট প্রকাশিত হলে তাতে বেসরকারি স্কুল-কলেজের এমপিওভুক্ত (মান্থলি পে-অর্ডার তথা সরকারের দেওয়া বেতন) শিক্ষকদের বিষয়ে কিছু লেখা ছিল না। শিক্ষকরা জানতে চান এবং সভা-মিছিল করেন। তিন সপ্তাহ পরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করে বলা হয় যে, এমপিওভুক্ত শিক্ষকরাও অষ্টম স্কেল অনুযায়ী বেতন পাবেন। এতে স্পষ্ট হয় যে, সরকারের চোখে বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর উচ্চ কর্মকর্তাদের চোখে শিক্ষকরা উচ্চ মর্যাদায় আসীন নন এবং মনোযোগেরও বাইরে। যাদের আমরা 'মানুষ গড়ার কারিগর' বলে কথায় সম্মান দেখাব, যাদের সেবায় সমাজে মানবসম্পদ তৈরি হয় এবং সমাজ এগিয়ে যায়, তাদের প্রতি অবহেলা সমাজের অসুস্থতার লক্ষণ। এটা সত্য যে, শিক্ষাদানের পেশায় যারা আসেন তারা অধিক অর্থ উপার্জনের আশা করবেন না। করলে ঠিকাদারি বা ব্যবসা প্রভৃতি পথে যাবেন। উচ্চপদের আমলা হতেও চাইতে পারেন। সেই প্রলোভন উপেক্ষা করে অনেক মেধাবী লোক শিক্ষকতা পেশায় আসেন। তার মানে এই নয় যে, সমাজ ও রাষ্ট্র শিক্ষকদের হতমান দরিদ্র করে রাখবে। আমাদের প্রাথমিক-মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের বেতন এখনও লজ্জাজনকভাবে কম। বেসরকারি এমপিওভুক্ত ৫ লাখ শিক্ষকের বেলায় বিলম্বিত প্রজ্ঞাপনই শেষ কাহিনী নয়। সমকালে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানা যায়, সরকারি কর্মকর্তারা জানুয়ারি '১৬ থেকে নতুন পে স্কেলের বেতন পেলেও ওই শিক্ষকরা শুধু ঘোষণাই পেয়েছেন, নতুন বেতন পাওয়া শুরু করেননি। কারণ অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে প্রয়োজনীয় ৪শ' কোটি টাকা পাওয়া যায়নি। কেন? নিজ খরচে পদ্মা সেতু বাস্তবায়নের দৃষ্টান্তসহ বাংলাদেশের আর্থিক সক্ষমতা বেড়েছে। শিক্ষকরা সরকারের অগ্রাধিকারে কোথায় আছেন?